POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ
مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌– তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন?'

(সূরা আল মায়েদা: ১০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 22

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

3 রা জুন, 2021 ● 21 শওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ- তা অমুসলিমের হলেও।

১৩১১) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হল। নবী (সা.) তার জন্য উঠে দাঁড়ালেন আর আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা বললাম, রসুলুল্লাহ্‌! এটি তো ইহুদীর জানাযা। নবী (সা.) বললেন: যখন তোমরা কোন জানাযা দেখ, তখন উঠে দাঁড়াও।

১৩১২) আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত সোহেল বিন হানিফ (রা.) এবং হযরত কায়েস বিন সাআদ (রা.) দুজনে কাদসিয়ায় বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে লোকেরা জানাযা নিয়ে যায়। তাঁরা উভয়ে উঠে দাঁড়ান। তাঁদের বলা হয় যে এই জানাযাটি এদেশের বাসিন্দা অর্থাৎ- জিম্মিদের। তাঁরা বললেন, নবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে এক ব্যক্তির জানাযা অতিক্রান্ত হয়েছিল আর তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে বলা হয় যে সেটি ইহুদী ব্যক্তির মৃতদেহ ছিল। তিনি বলেন: তার কি আত্মা নেই?

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড,)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৩ শে এপ্রিল, ২০২১ হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত আয়ারল্যাণ্ড, ২০১৪ (সেপ্টেম্বর)

আমার প্রিয়জনদের উচিত ধর্ম সেবার নিমিত্তে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, যার যেমন সামর্থ তার সেই অনুপাতেই ধর্ম সেবা করা উচিত।

আমি সত্যি সত্যি বলছি, খোদা তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হয় যে ধর্মের সেবক এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর। অন্যথায় এমন ব্যক্তি কুক্কুর ও মেষের ন্যায় মারা গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার তাৎপর্য

দোয়ার বিষয়ে কলম ধরার ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন পূর্বের নিবন্ধগুলি পর্যাপ্ত প্রমাণিত হয় নি। দোয়া ভীষণ স্পর্শকাতর বিষয়। এর জন্য অন্যতম শর্ত হল দোয়ার জন্য আবেদনকারী এবং দোয়াকারীর মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরী হওয়া, এতটাই যেন প্রথমোক্ত ব্যক্তির দুঃখ-বেদনা শেষোক্ত ব্যক্তির দুঃখ বেদনায় পরিণত হয় এবং আনন্দ-খুশি তার আনন্দ - খুশিতে পরিণত হয়। যেভাবে একটি দুধের শিশুর ক্রন্দন মাকে অস্থির করে তোলে, তার মায়ের বুকে দুধের স্রোত নেমে আসে। অনুরূপ অবস্থা দোয়ার জন্য আবেদনকারীর হয়ে থাকে, সাহায্যের জন্য তার কাতর আর্তনাদ দোয়াকারীর অন্তরে বিগলন সৃষ্টি করে এবং তাকে আবেগে অভিভূত করে ফেলে।

দোয়ায় মনোযোগ এবং উচ্ছ্বসিত আবেগ খোদার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

বস্তুত সব কিছুই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে বিবেচিত, এগুলির মধ্যে মানুষের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের দখল নেই। দোয়ায় মনোযোগ এবং উচ্ছ্বসিত আবেগ খোদার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়, যখন কোন ব্যক্তির জন্য সফলতার পথ উন্মোচিত হয়। কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে এক্ষেত্রে এক প্রবল অনুঘটক থাকা আবশ্যক হয়। এটি তখনই সম্ভব হয়, যখন দোয়ার আবেদনকারী নিজেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করে ফেলে যে যাকে দোয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল, তার প্রতি সে আকুল হয়ে মনোনিবেশ করে।

দোয়া এবং ধর্মের সেবা

যে ধরণের মানুষেরা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং যাদের জন্য দোয়ার প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব করি তা একটিই কারণে। যখন আমি জানতে পারি যে সেই ব্যক্তি ধর্মের সেবায় নিয়োজিত এবং তার সত্তা খোদা, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব এবং বান্দাদের নিকট কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত। এরা কষ্টে ও বেদনায় নিপতিত হলে আমি স্বয়ং কষ্ট পাই। আমার প্রিয়জনদের উচিত ধর্ম সেবার নিমিত্তে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, যার যেমন সামর্থ তার সেই অনুপাতেই ধর্ম সেবা করা উচিত।

আমি সত্যি সত্যি বলছি, খোদা তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হয় যে ধর্মের সেবক এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর। অন্যথায় এমন ব্যক্তি কুক্কুর ও মেষের ন্যায় মারা গেলেও তিনি পরোয়া করেন না।

(মালফুযাত,১ম খণ্ড,পৃ: ২৯৫)২৯৬)

পরিতাপ! যে কাজ করার সাহস মক্কার মুশরেকদেরও হয় নি, সেই কাজ মুসলমানেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে করেছে, তারা ভেবে দেখে নি যে এই অযৌক্তিক দাবিকে কে স্বীকার করবে?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ১৭নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

খোদা তা'লার কি বিচিত্র মহিমা! যে সব ব্যক্তিকে পৃথিবীর মানুষ খোদার স্থানে বসিয়েছে, তাদের জীবন দুঃখ-কষ্টেই কেটেছে। হযরত মসীহকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে,বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত হোসেন (রা.)-কে তো শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। শ্রী রামচন্দ্রও কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। ***'লা ইয়ামলিকুনা লি আনাফুসিহিম'*** এ বলা হয়েছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রাণও রক্ষা করতে পারে নি, তখন তারা তোমাদের উপকার কিভাবে করবে? هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ - অন্ধ ও চাক্ষুষমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব কর, কিন্তু চিন্তা করে দেখ! সব সময়ই কি এই সংখ্যাধিক্য কাজে লাগে? বহু সংখ্যক চক্ষুহীন ব্যক্তিদের সমাবেশ শক্তি না কি দুর্বলতার কারণ হয়? একজন চাক্ষুষমান ব্যক্তি এক হাজার অন্ধ ব্যক্তির উপর জয়ী হয়। অনুরূপভাবে এই নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, খোদার ওহী তাদেরকে তোমাদের পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেয়। কাজেই এটিই চাক্ষুষমান ব্যক্তির উপমা, কিন্তু তোমরা জান না যে তাঁর পক্ষ থেকে কোন পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে? কেননা তাঁর সমর্থনে অধিকাংশ

(শেষাংশ ২ পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

(১ম পাতার শেষাংশ...)

চেষ্টা সংঘটিত হচ্ছে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রকৃতির নিয়মের সুপ্ত প্রভাবের মাধ্যমে, যা সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাজেই ভেবে দেখ যে তোমরা তার এবং তার সঙ্গীদের কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পার? এরা অল্প, কিন্তু এদের চোখ আছে।

هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে আলো ও অন্ধকারেরও কোন তুলনা হয় না। সামান্য আলো সমগ্র ঘরের অন্ধকার মুছে ফেলে। অন্ধকারের অর্থ আলোকহীনতা আর আলো হল অস্তিত্ব। অস্তিত্বের সামনে অনস্তিত্ব কি-ই বা মূল্য রাখে? অর্থাৎ-তোমাদের কাছে ঐশী শিক্ষা নেই, কিন্তু তাদের কাছে আছে। কাজেই তোমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তার শিক্ষার ভিত্তি হল সত্য আর তোমাদের শিক্ষার ভিত্তি হল অজ্ঞতা এবং অস্বীকার।

أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ-

এটি মুশরেকিনদের সামনে আপত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ- তোমরা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও একথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না যে মিথ্যা উপাস্যরা কোন কিছু সৃষ্টি করেছে আর তা খোদার সৃষ্টির সঙ্গে সদৃশপূর্ণ। কেননা মক্কার মুশরিকা একথা বলার সাহস পায় নি। যদি অন্যান্য কিছু দেশের মুশরিকরা নিজেদের উপাস্য সম্পর্কে এমন সব দাবিও তুলে ধরে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে মুসলমানেরাও একথা বলতে শুরু করেছে। আর হযরত মসীহকে পক্ষীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এমনকি অনেকে একথা পর্যন্ত বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি করা পাখি আর হযরত মসীহ্র দ্বারা সৃষ্ট পাখির মধ্যে এখন আর পার্থক্য করা যায় না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন, 'আমি জনৈক মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা যে দাবি কর যে হযরত মসীহ নাসেরী পাখি সৃষ্টি করতেন-তো তিনি কোন পাখি সৃষ্টি করতেন? মৌলবী উত্তর দিল, বাদুড়। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি করা বাদুড় কোনগুলি আর খোদা তা'লার সৃষ্টি করা কোনগুলি, তখন মৌলবীরা উত্তর দিল, 'এখন তা জানা যায় না' তারা পাঞ্জাবি ভাষায় বলল এখন তো সেগুলি খোদা তা'লার সৃষ্টি করা বাদুড়দের সঙ্গে মিশে গেছে।

পরিতাপ! যে কাজ করার সাহস মক্কার মুশরেকদেরও হয় নি, সেই কাজ মুসলমানেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে করেছে, তারা ভেবে দেখে নি যে এই অযৌক্তিক দাবিকে কে স্বীকার করবে?

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২)

****

শেষের পাতার পর....

করেছে। জামাতের কাছ থেকে কোন খরচ নেয় নি। আপনারা যদি বইটি কমমূল্যে নিতে চান তবে যুক্তরাজ্যের আনসারুল্লাহ্ সংগঠনকে বলুন, তারা দিয়ে দিবে। যুক্তরাজ্য থেকে বইটি আনিয়ে নিন, এখানেও এটি বিতরিত হওয়া উচিত।

আয়ারল্যাণ্ডের মজলিস আনসারুল্লাহ্র ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে বৈঠক।

সর্বপ্রথম হুযুর দোয়া করান। দোয়ার পর কায়েদ আমুমীর কাছে হুযুর আনোয়ার মজলিসের সংখ্যা জানতে চান। কায়েদ আমুমী বলেন, 'আমাদের তিনটি মজলিস এবং ৪৯জন আনসার রয়েছেন।

কায়েদ তরবীয়তের কাছে হুযুর আনোয়ার তরবীয়তি কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে চান এবং নির্দেশ দিয়ে বলেন, সর্বপ্রথম নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন। সকল আনসার যেন যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নাযায আদায়কারী হয়। এছাড়া এম.টি.এর সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রতিও মনোযোগ দিন। নিয়মিত এম.টিএতে যুগ-খলীফার খুতবা, ভাষণ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও দেখুন।

আনসারদের এবিষয়েও মনোযোগ আকর্ষণ করুন যে, সন্তানদেরকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বোঝাতে হবে, কঠোরতা অবলম্বন করলে হবে না। অধিকাংশ সন্তান বিগড়ে যায়,কারণ পিতামাতা তাদের সঙ্গে কঠোরত করে থাকে।

পরিবারের বউ এবং জামাইয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে, তাদের মধ্যে তিক্ততা তৈরী হচ্ছে। উভয় পরিবারের জেষ্ঠ্যদের উচিত স্নেহ-ভালবাসার পরিবেশ তৈরী করে সংসার অটুট রাখার চেষ্টা করা।

বাড়িতে নিয়মিত এম.টি.এ দেখুন। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, যেগুলির মধ্যে কোনওটিতে তরবীয়ত সংক্রান্ত, কোনটিতে আবার সংস্কারধর্মী বিষয় আলোচিত হয়, যার প্রভাব অনস্বীকার্য।

খুতবা শোনানোর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিন এবং এবিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। আনসারদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং কতজন আনসার সদস্য নিয়মিত তিলাওয়াত করেন তার একটি জরিপ করুন।

তবলীগ কায়েদের কর্মসূচি নিরীক্ষা করার পর হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনাদের ন্যাশনাল আমেলার সমস্ত সদস্য এবং স্থানীয় আমেলার সদস্যদের জন্য একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন যে তাদের প্রত্যেকে কমপক্ষে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে এবং তাকে আহমদীয়াতে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে।

আপনাদের কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার সংখ্যা ১৫টি। এর এক তৃতীয়াংশও যদি সফলতা পায়, তবে আনসারদের পক্ষ থেকে বছরে পাঁচটি বয়আত হবে।

মানুষের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকলে তবেই তারা আপনাদের কাছে আসবে এবং এরপর তাদেরকে আপনারা আহমদীয়াতের বার্তা দিন, তবলীগ করুন।

অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক তৈরী করে ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে সেই সম্পর্ককে তবলীগি সম্পর্কে নিয়ে যায় না। নিজেদের সেই সব সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এখন মসজিদ নির্মাণের কারণে এ শহরেও এবং সারা দেশেও আপনাদের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

লিফলেটস বিতরণ সম্পর্কে হুযুর আনেয়ার বলেন, নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করুন এবং তা অর্জনের চেষ্টা করুন। যে সব আনসার ইংরেজিতে দুর্বল, তাদেরকেও এই দায়িত্ব দিন। তারা বিভিন্ন স্থানে লিফলেটস বিতরণ করতে পারে। জামাত আপনাদেরকে লিটেরেচার দিলে তবে তা বিতরণ করবেন, এই অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। আপনারা নিজেরাই কর্মসূচি তৈরী করুন।

দুই পাতার ব্রাউসারে প্রথমে শান্তি ও ভালবাসার বার্তা দিন। এরপর দ্বিতীয় ব্রাউশার হিসেবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণ-বাণী সংবলিত ব্রাউশার দিন, যাতে উল্লেখ থাকবে যে তাঁর সঙ্গেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পৃক্ত।

এগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিতরণ করে যেতে হবে। একটু একটু করে এগিয়ে যান, তারপর বড় আকারে বিতরণের আয়োজন করবেন।

একবার স্টল লাগিয়ে লিফলেটস বিতরণ করার পুরোনো পদ্ধতি এখন যথেষ্ট নয়। স্টল লাগালে তখনই উপকার হয়, যখন মানুষ স্টলের মধ্যে আসে, তাদের মধ্যে আগ্রহ থাকে। অন্তত তাদের হাতে তুলে দিন, এর মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হিদায়াত আল্লাহ্ তা'লা নিজের হাতে রেখেছেন। কিন্তু আপনাদের কাজ বার্তা পোঁছে দেওয়া। সফলতা কবে পবেন তা আল্লাহ জানেন।

আপনি সমস্ত আনসারদের জন্য লক্ষ্য স্থির করে দিন। এখানে শিক্ষিত ভদ্রজন ও ডাক্তাররা রয়েছেন। মানুষের সঙ্গে তাদের নিজস্ব সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। তাঁরাও লিফলেটস বিতরন করুন।

আপনাদেরকে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। পুরোন পদ্ধতি দিয়েই আর কাজ হবে না। আপনারা তরবীয়ত এবং তবলীগ-এই দুটি কাজ করলেই অনেক।

চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিরাই আনসারুল্লাহ্ অন্তর্গত, এটি ফ্যাশনের বয়স নয়। তাই যাঁদের দাড়ি নেই, তাঁরা দাড়ি রাখুন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এক নিকট জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করেন যে লোকেরা দাড়ি রাখে না। যা শুনে তিনি বলেন, আমার সঙ্গে যার যতটা সম্পর্ক রয়েছে, (সেই হিসেবে) তারা নিজেরাই রাখবে।

কায়েদ মাল'-কে হুযুর আনোয়ার বাজেট সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাজেটের বহর চার হাজার ইউরো। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের মধ্যে তো উপার্জনশীল ডাক্তাররা রয়েছেন, বাজেট তো খুদ্দামদের থেকে বেশি হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তৃণমূল স্তরে বাজেট তৈরী হওয়া দরকার, ঘরে বসেই বাজেট তৈরী করে ফেলবেন না। আয় অনুপাতে বাজেট নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়; যারা নিজেদের আয় প্রকাশ করে না, তাদেরকে বলে দিন যে তারা যে এতটাই দিবেন, এর বেশি দিতে পারবেন না, সেকথা লিখিতভাবে দিন। হুযুর আনোয়ার বলেন,কারো পিছনে নাছোড় হয়ে লাগবেন না, কারোর উপর জোর করার মাধ্যমে তার মুখ থেকে অপ্রিয় কথা বের করবেন না। ইশাআত কায়েদ বলেন, আমরা 'আনসারুদ্দীন' পত্রিকা প্রকাশ করেছি। এটি প্রথমবার বের হয়েছে, যার প্রতি কপির খরচ পড়েছে পাঁচ ইউরো। হুযুর বলেন, যুক্তরাজ্যের রাকিম প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিন, খরচ কম পড়বে।

(ক্রমশ....)

জুমআর খুতবা

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সত্যকে উমর (রা.)-এর জিহ্বা ও অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, তিনি 'ফারুক' কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করে দিয়েছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন: اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً হে আল্লাহ্! তুমি বিশেষভাবে উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করো।

হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন,তখন হযরত জিব্রাইল নাযেল হয়ে বললেন, 'হে মহম্মদ! উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে উর্ধ্বলোকের অধিবাসীরাও (ফিরিশতারাও) আনন্দিত।

ছয়জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব। যাঁরা হলেন-

মাননীয় আহমদ মহম্মদ উসমান শাবুতি সাহেব (সদর জামাত ইয়েমেন), মাননীয় কুরায়েশী যাকাউল্লাহ্ সাহেব (দফতর জলসা সালানার হিসাবরক্ষক), মাননীয় মালিক খালিক দাদ সাহেব (কানাডা), মাননীয় মহম্মদ সেলিম সাবের সাহেব (নাযারত আমুরে আমার কর্মী), মাননীয়া নাঈমা লতিফ সাহেবা, (যুক্তরাষ্ট্রের সাহেবযাদা মাহদী লতিফ সাহেবের সহধর্মিণী এবং মাননীয়া সুফিয়া বেগম সাহেবা (কানাডা নিবাসী মহম্মদ শরীফ সাহেবের সহধর্মিণী)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৩ শে এপ্রিল ,২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৩শাহাদত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি হযরত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র স্মৃতিচারণ করব। হযরত উমর (রা.) বনু আদি বিন কাব বিন লুঈ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খাত্তাব বিন নুফায়েল। এক উক্তি অনুসারে তাঁর মায়ের নাম ছিল হানতুমা বিনতে হাশেম, এদিক থেকে তাঁর মাতা আবু জাহলের চাচাতো বোন। আর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে তাঁর মায়ের নাম ছিল হানতুমা বিনতে হিশাম, এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি আবু জাহলের (আপন) বোন। কিন্তু বোন হওয়ার এই রেওয়ায়েত খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। আবু উমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, (তিনি) আবু জাহলের বোন ছিলেন, সে ভুল করেছে, যদি তা-ই হতো তাহলে (ইনি) আবু জাহল ও হারেসের বোন হতো, অথচ বাস্তবতা এমন নয়। তিনি তাদের উভয়ের চাচার মেয়ে ছিলেন। তার পিতার নাম হলো হাশেম।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৪) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৮ উমর ইবনুল খাত্তাব, প্রকাশনা দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

হযরত উমরের জন্মের সন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুসারে হযরত উমরের জন্মগ্রহণের সাল পৃথক পৃথক দাঁড়ায়। অতএব একটি মত হলো, হযরত উমর ফুজ্জারের বড় যুদ্ধের চার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অথচ অপর স্থানে লিখিত আছে, ফুজ্জারের বড় যুদ্ধের চার বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই লড়াই নিষিদ্ধ মাসে বা পবিত্র মাসে হয়েছে বলে এটিকে ফুজ্জারের যুদ্ধ বলা হয় যা বড়ই পাপের কারণ ছিল। এই যুদ্ধ চারটি স্তরে হয়েছিল। চতুর্থ যুদ্ধকে 'আল ফুজ্জারুল আযম' অর্থাৎ ফুজ্জারের বড় যুদ্ধ ছাড়াও 'আল ফুজ্জারুল আযমুল আখের' অর্থাৎ ফুজ্জারের শেষ বড় যুদ্ধ-ও বলা হয়। এটি কুরাইশ এবং বনু কেনানা ও হাওয়াযেন গোত্রের মাঝে হয়েছিল। অপর একটি মত হলো, হযরত উমর (রা.) হস্তী বাহিনীর আক্রমণের ১৩ বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(তারিখে দামাস্ক লি ইবনে আসাকির, খণ্ড-৪৭, পৃ: ৪৫) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৪)

হস্তী বাহিনীর আক্রমণ হয়েছিল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আর এ হিসাব অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)'র জন্ম হয়েছে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তৃতীয় মত হলো, হযরত উমর নবুওয়্যাতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন আর তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী নবুওয়্যাতের ষষ্ঠ বছর হলো, ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ। যদি তখন হযরত উমর (রা.) ২৬ বছর বয়সের হয়ে থাকেন তাহলে তার জন্মের সাল দাঁড়ায় ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ। চতুর্থ মত হলো, হযরত উমর তখন জন্মগ্রহণ করেন যখন মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর।

(তারিখুল খামিস ফি আহওয়ালি আনফুসি নাফিস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৯) যাহোক, এগুলো হলো বিভিন্ন মত। প্রায় ২১ বছর থেকে ২৬ বছরের মাঝামাঝি বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উমর (রা.)'র ডাকনাম ছিল আবু হাফস্।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৪)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন নিজ সাহাবীদের বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, বনু হাশেম এবং আরো কিছু লোক বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সাথে এসেছে। তারা আমাদের সাথে লড়াই করতে চায় না। অতএব, তোমাদের কেউ বনু হাশেম গোত্রের কারো মুখোমুখি হলে সে যেন তাকে হত্যা না করে। আর যে আবুল বাখতারী'র মুখোমুখি হয়, সে যেন তাকে হত্যা না করে। আর যে মহানবী (সা.)-এর চাচা, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর মুখোমুখি হয়, সে যেন তাকেও হত্যা না করে; কেননা তারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সাথে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবাহ্ (রা.)বলেন, আমরা আমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দিব! খোদার কসম! আমি যদি তার অর্থাৎ আব্বাসের মুখোমুখি হই, তাহলে আমি অবশ্যই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাবকে বলেন, হে আবু হাফস্! হযরত উমর বলেন, খোদার কসম! এই প্রথমবার যখন কিনা মহানবী (সা.) আমাকে আবু হাফস্ উপনামে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র রসূলের চাচার মুখে কি তরবারি দিয়ে আঘাত করা হবে? হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন,

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন,যে একথা বলেছে আমি তরবারি দ্বারা তার শিরোচ্ছেদ করব। আল্লাহ্‌র কসম! সে, অর্থাৎ আবু হুযায়ফাহ কপটতা প্রদর্শন করেছে। হযরত আবু হুযায়ফাহ্ পরবর্তীতে বলতেন যে, সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম, তার কারণে আমি স্বস্তিতে ছিলাম না, আর সর্বদা এ কারণে ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কেবলমাত্র শাহাদতই আমার এ কথার কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারতো অতএব ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) শাহাদত বরণ করেন।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃ: ৪২৯)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে ফারুক উপাধি দিয়েছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খন্ড,পৃ: ১৪৩)

এই উপাধি (প্রদানের) প্রেক্ষাপট কী ছিল, এ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনাকে কীভাবে ফারুক উপাধি দেওয়া হলো? তিনি বলেন, হযরত হামযা (রা.) আমার তিনদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি মসজিদে হারামের দিকে যাই। তখন আবু জাহল গালি দিতে দিতে পদব্রজে মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়। এরপর হযরত হামযা (রা.) যা করেছিলেন (তিনি) তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ হযরত হামযা (রা.) যখন জানতে পারেন {আবু জাহল মহানবী (সা.)-কে অসম্মান করেছে} তখন তিনি নিজের ধনুক নিয়ে কাবা গৃহের উদ্দেশ্যে যান আর কুরাইশদের সেই বৈঠক, যাতে আবু জাহল বসেছিল, সেখানে গিয়ে তার সামনে নিজের ধনুকে ভর দিয়ে দাঁড়ান এবং ক্রোধভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবু জাহল তাঁর চেহারায় অসন্তোষ দেখতে পেয়ে তাকে বলে, হে আবু আম্মারা! {এটি হযরত হামযা (রা.)'র ডাকনাম ছিল} কি হয়েছে? একথা শোনামাত্রই হযরত হামযা (রা.) নিজের ধনুক দিয়ে তার গালে সজোরে আঘাত করেন, যার ফলে তা কেটে যায় এবং সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর ক্রোধের ভয়ে কুরাইশরা দ্রুত বিবাদ মিটিয়ে দেয়।

হযরত উমর (রা.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন যে, এটি এভাবে ঘটেছে, যা আমিও দেখেছি। এই ঘটনার তৃতীয় দিন আমি বাইরে বের হলে পথিমধ্যে বনু মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তু মি কি তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছ? সে বলে, আমি যদি গ্রহণ করে থাকি তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? সেও তো করেছে যার ওপর আমার চেয়ে তোমার বেশি অধিকার রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, সে কে? সে বলে, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি। একথা শুনে আমি আমার বোনের বাড়িতে গেলে তাদের দরজা বন্ধ দেখতে পাই আর সেখানে আমি ক্ষীণকণ্ঠে কিছু পাঠ করার শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে দেওয়া হলে আমি ভেতরে প্রবেশ করি আর তাদেরকে বলি, আমি তোমাদের কাছ থেকে এটি কি শুনলাম। তারা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি শুনেছ? এ বাক্য বিনিময়ে (এক পর্যায়ে) বিবাদ শুরু হয়ে যায় আর আমি ভগ্নিপতির মাথা ধরে ফেলি এবং প্রহারে তাকে রক্তাক্ত করে দিই। আমার বোন উঠে দাঁড়ায় এবং সে আমার মাথা ধরে বলে, এটি তোমার ইচ্ছা পরিপন্থী হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ইসলাম গ্রহণ তোমার ইচ্ছা বহির্ভূত! যাহোক, অন্য বর্ণনায় বোনের আহত হওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি যখন ভগ্নিপতির রক্ত দেখি, আর হতে পারে বোনেরও রক্ত ঝরে থাকবে- তখন আমি লজ্জিত হই এবং বসে পড়ি আর বলি, (তোমরা যা পড়ছিলে) আমাকে সেই গ্রন্থটি দেখাও। আমার বোন বলে, কেবল পবিত্র লোকেরাই তা স্পর্শ করতে পারে, যদি সত্যিই দেখতে চাও তাহলে যাও এবং গোসল করে আসো। অতএব আমি গোসল করে এসে বসে পড়ি। তখন তারা সেই সহীফাটি আমার জন্য বের করে। তাতে (লেখা) ছিল, ***'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'***। আমি বললাম, এই নাম তো অত্যন্ত পবিত্র। এরপর ছিল, طٰهٰ مَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰٓى থেকে আরম্ভ করে لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى পর্যন্ত , অর্থাৎ সূরা ত্বাহা'র ২ থেকে ৯ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত। তিনি (রা.) বলেন, আমার হৃদয়ে এ বাণী গভীরভাবে রেখাপাত করে। আমি বললাম, কুরাইশরা এটিকে এড়িয়ে চলে? আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং বললাম, মহানবী (সা.) কোথায়? আমার বোন বলল, তিনি দ্বারে আরকামে আছেন। আমি সেখানে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়তেই সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে যান। হযরত হামযা (রা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, উমর (এসেছে)। হযরত হামযা বলেন, হোক সে উমর, তার জন্য দরজা খুলে দাও, কেননা সে বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে আমরা তাকে স্বাগত জানাব, আর সে যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে আমরা তাকে হত্যা করব। এসব কথা মহানবী (সা.)ও শুনতে পান। তিনি বাইরে বেরিয়ে আসলে হযরত উমর (রা.)কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। এতে সেই বাড়িতে উপস্থিত সকল সাহাবী উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করেন, যা মক্কাবাসীরাও শুনতে পায়। হযরত উমর (রা.) বলেন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? আমি বললাম, তাহলে এই গোপনীয়তা কেন? আমরা আমাদের ধর্মকে কেন লুকিয়ে রাখি? এরপর আমরা সেখান থেকে দুই সারিতে বের হই। একটি সারিতে ছিলাম আমি আর অন্য সারিতে ছিলেন হযরত হামযা। এক পর্যায়ে আমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করি। তখন কুরাইশরা আমাকে এবং হামযাকে দেখে এতটা দুঃখ ও কষ্ট পায় যেরূপ কষ্ট তারা ইতিপূর্বে কখনো পায়নি। অতএব সেদিন মহানবী (সা.) আমার নাম 'ফারুক' রাখেন, কেননা (সেদিন) ইসলাম শক্তি লাভ করে আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

(তারিখুল খুলাফাআ, প্রণেতা জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান বিন আবু বাকার, পৃ: ৯১-৯২)

আইয়ুব বিন মূসা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা উমরের মুখ ও হৃদয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এবং সে ফারুক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

হযরত উমর (রা.) দীর্ঘকায় ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তার মাথার সামনের দিকে চুল ছিল না। গায়ের রং লালচে এবং ঘন গোঁফ ছিল, যার দুই পাশে লাল আভা দেখা যেত। আর তাঁর কপোল ছিল পাতলা গড়নের।

(আল আসাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৪)

অজ্ঞতার যুগে হযরত উমরের শখ ছিল অশ্বারোহণ এবং কুস্তি। ওক্কাযের মেলায় প্রতি বছর কুস্তি প্রতিযোগিতায় সাধারণত হযরত উমরই জয় লাভ করতেন। যুবক বয়সে আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি তাঁর পিতার উট চরাতেন।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযম, প্রণেতা মহম্মদ হোসেন হেকাল, পৃ: ৫১-৫২, (উর্দু অনুবাদ), প্রকাশনা- ইসলামি কুতুব খানা, লাহোর)

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবে লেখাপড়ার বিষয়টি খুবই দুর্লভ ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হন, তখন কুরাইশ গোত্রের কেবলমাত্র সতের ব্যক্তি এমন ছিল যারা লিখতে পারত। হযরত উমর (রা.) সেই সময় পড়ালেখা শিখেছিলেন।

(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

হযরত উমর (রা.) কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুরাইশদের দূতের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুরাইশদের এই রীতি ছিল যে, যখন তাদের পরস্পরের মাঝে অথবা তাদের ও অন্যদের মাঝে কোন যুদ্ধ হতো তখন তারা হযরত উমর (রা.)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করত।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪২)

যখন আবিসিনিয়া অভিমুখে কতিপয় মুসলমান হিজরত করেছিলেন তখন যারা হযরত উমরের পরিচিত ছিল তাদেরকে হিজরত করতে দেখে, যদিও তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং কঠোর প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, তাসত্ত্বেও হযরত উমরের প্রতিক্রিয়া ছিল ভীষণ মর্মস্পর্শী। এ সম্পর্কে হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ্ বিনতে আবু হাসমা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যখন আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলাম আর আমার স্বামী আমের বিন রবীআ কোন কাজে

(বাইরে) গিয়েছিলেন, তখনই হযরত উমর বিন খাত্তাব আসেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়ান। তখনও তিনি তার শিরকে-ই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং আমাদেরকে তার পক্ষ থেকে নানা ধরনের কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো। তিনি বর্ণনা করেন, তিনি আমাকে বলেন, হে উম্মে আব্দুল্লাহ্, মনে হচ্ছে কোথাও রওয়ানার উদ্দেশ্যে বের হয়েছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র এই পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ব। যাচ্ছি কোথাও, খুঁজে দেখি কোথায় যাওয়া যায়, আল্লাহ্‌র পৃথিবী অনেক বিস্তৃত। তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছ আর আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছ, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিত্রাণের পথ খুলে দিয়েছেন। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, তিনি (অর্থাৎ উমর) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি সেই মুহূর্তে তাঁকে যেভাবে আবেগপ্রবণ হতে দেখেছি, পূর্বে কখনো এমনটি দেখি নি। এরপর তিনি চলে যান। আমার ধারণা, আমাদের চলে যাওয়ার ধারণা তাঁকে দুঃখভারাক্রান্ত করে দিয়েছিল। উম্মে আব্দু ল্লাহ্ বলেন, আমের বিন রবীআহ্ যখন নিজের কাজ শেষে ফেরত আসেন, তখন আমি তাকে বললাম, হে আব্দুল্লাহ্! যদি তুমি উমরের অবস্থা দেখতে আর আমাদের জন্য তার আবেগ প্রবণ হওয়া এবং দুঃখভারাক্রান্ত হওয়া দেখতে! আমের বিন রবীআহ্ বলেন, তুমি কি তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে আশাবাদী? এতে কি তুমি ধরে নিয়েছ যে, সে ইসলাম গ্রহণ করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আমের বিন রবীআহ্ বললেন, তুমি যাকে দেখেছ সে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না। খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সে গ্রহণ করবে না। উম্মে আব্দুল্লাহ্ বলেন, হযরত উমরের ইসলামের বিষয়ে কঠোরতা এবং একগুঁয়েমি দেখে সে বিষয়ে নিরাশ হয়ে আমের বিন আব্দুল্লাহ্ এমন কথা বলেছিলেন অর্থাৎ ইসলামের এমন ঘোরতর শত্রু কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে?

(সিরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১৫৯)

হযরত মুসলেহ্ ম ওউদ (রা.)ও নিজের ভাষায় উক্ত ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি (রা.) বলেন: "ইসলামের প্রতি হযরত উমরের ঘোরতর শত্রুতা ছিল কিন্তু তাঁর মাঝে আধ্যাত্মিক যোগ্যতাও ছিল। অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড রাগী স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাঝে এক কোমল হৃদয়ও ছিল। যেমন আবিসিনিয়ায় যখন প্রথম হিজরত হয় তখন মুসলমানরা ফজর নামাযের পূর্বে মক্কা থেকে যাত্রার প্রস্তুতি নেয় যেন মুশরিকরা তাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয় এবং তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়। মক্কায় এ রীতি ছিল যে, রাত্রিতে কতক নেত্রী-স্থানীয় ব্যক্তি শহরে টহল দিতেন যেন চুরি-ডাকাতি না হয়। অলিগলির খবরাখবর নিতেন। উক্ত রীতি অনুযায়ী হযরত উমরও নিশিতে ঘোরাফেরা করছিলেন এবং তিনি দেখেন, এক জায়গায় স্তুপাকারে বাড়ীর সমস্ত আসবাব-পত্র বাঁধা আছে। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। একজন মহিলা সাহাবী স্তুপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই মহিলা সাহাবীর স্বামীর সাথে সম্ভবত হযরত উমরের (আত্মীয়তার) সম্পর্ক ছিল। তাই সেই মহিলা সাহাবীকে লক্ষ্য করে (তিনি) বলেন,! ঘটনা কী? আমার মনে হচ্ছে, তোমরা কোন দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছ। সেই সাহাবীয়ার স্বামী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যদি সেখানে থাকতেন তবে হতে পারে যে, মক্কার মুশরিকদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা স্মরণ করে হযরত উমরের এ কথা শুনে সে কোন অজুহাত দাঁড় করাতো, যাচ্ছি বা যাচ্ছি না অথবা কাছাকাছি কোথাও যাচ্ছি অথবা যেখানে যাচ্ছি তা অনতিদূরেই। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, উক্ত মহিলার এমন কোন অনুভূতি ছিল না। সেই মহিলার এমন কোন ধারণাই ছিল না। অথবা থাকলেও তিনি প্রকৃত বিষয়ই বলে দিয়েছিলেন। সেই মহিলা সাহাবী বলেন, উমর! আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তোমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন মক্কা ছেড়ে যাচ্ছ? (সেই) মহিলা সাহাবী উত্তরে বলেন, উমর! আমাদের মক্কা ছেড়ে যাওয়ার কারণ হল, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদের এখানে বসবাস করা পছন্দ করো না আর এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের স্বাধীনতা নেই। তাই আমরা স্বদেশ ছেড়ে ভিন্ন কোন দেশে চলে যাচ্ছি। হযরত উমর ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং মুসলমানদেরকে মারার জন্য (সদা) প্রস্তুত থাকতেন, তা সত্ত্বেও রাতের আঁধারে মহিলা সাহাবীর মুখে এ কথা শোনামাত্র যে, আমরা স্বদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কারণ, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদের এখানে বসবাস করা পছন্দ করো না আর স্বাধীনভাবে আমাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করতে দাও না- হযরত উমর নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলেন আর সেই সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বললেন, আচ্ছা যাও- আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন। মনে হয় হযরত উমর (রা.) এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ভেবেছিলেন, আমি যদি অন্য দিকে মুখ না ফেরাই তাহলে আমার কান্না এসে যাবে। ততক্ষণে সেই মহিলা সাহাবীর স্বামীও ফিরে আসেন। তিনি জানতেন, উমর ইসলামের কঠোর শত্রু। তিনি তাকে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে ভাবলেন, এ আবার আমাদের সফরে বাধা না সৃষ্টি করে। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, এ এখানে কেন আসল? উত্তরে তিনি বলেন, সে এভাবে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? তখন তিনি বলেন, এ আবার কোন অনিষ্ট না করে বসে। উমর হয়তো ততক্ষণে ফিরে যাচ্ছিলেন বা সে সময় হয়তো তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। এরপর তার আসার পূর্বেই বা নিকটে আসার পূর্বেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন অথবা তার সাথে সাক্ষাৎ করার পরই হয়তো চলে গিয়েছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, সে কোন অনিষ্ট না করে বসে। তখন সেই মহিলা সাহাবী বলেন, হে আমার চাচার ছেলে! (আরবের মহিলারা নিজেদের স্বামীকে সাধারণত চাচার ছেলে বলে সম্বোধন করতো) আপনি তো বলছেন যে, সে কোন ক্ষতি না করে বসে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সে কোন একদিন মুসলমান হয়ে যাবে কেননা, আমি যখন তাকে বললাম, উমর! আমরা এ কারণে মক্কা ছেড়ে যাচ্ছি যে, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদেরকে স্বাধীনভাবে এক খোদার ইবাদত করতে দাও না। তখন সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, ঠিক আছে, যাও। খোদা তোমাদের সুরক্ষা করুন। তার গলা কাঁপছিল এবং আমি মনে করি, তার চোখ অশ্রু সজল ছিল। এ কারণে আমার মনে হয়, অবশ্যই সে কোন না কোনদিন মুসলমান হয়ে যাবে।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড , পৃ: ১৪০-১৪১)

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী (সা.) দোয়াও করেছিলেন। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ হে আল্লাহ্! আবু জাহল এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের মধ্যে তোমার নিকট যে বেশি পছন্দনীয় তুমি তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও এবং তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো। ইবনে উমর (রা.) বলেন, এই দু'জনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন, হযরত উমর (রা.)।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৮১)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ أَيِّدِ الدِّيْنَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ হে আল্লাহ্! তুমি উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ধর্মের সাহায্য করো।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً হে আল্লাহ্! তুমি বিশেষভাবে উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করো।

(মুসতাদরাক লিল হাকিম আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯)

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের একদিন পূর্বে মহানবী (সা.) এই দোয়া করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ হে আল্লাহ্! এই দু'জনের মধ্যে তোমার নিকট যে অধিক প্রিয় তার মাধ্যমে তুমি ইসলামের সাহায্য ও সমর্থন করো অর্থাৎ উমর বিন খাত্তাব বা আমর বিন হিশামের মাধ্যমে। হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

হযরত জিবরাঈল নাযিল হন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! উমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে উর্ধ্বলোকের অধিবাসীরাও (আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তারাও) আনন্দিত। তাবাকাতুল কুবরার বর্ণনা এটি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৩)

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হলো, তিনি ৬ষ্ঠ নববীর যুল হজ্জ মাসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা এবং বর্ণনা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সীরাতুল হালবিয়াতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর তা হল, একবার আবু জাহল লোকদেরকে বলল, হে কুরাইশগণ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের উপাস্যদের মন্দ কথা বলে এবং তোমাদেরকে নির্বোধ আখ্যা দেয়, এমনকি তোমাদের উপাস্য সম্পর্কে বলে, তারা নাকি জাহান্নামের ইন্ধন হতে যাচ্ছে। তাই আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে সে আমার কাছ থেকে ১০০টি লাল ও কাল উট এবং এক হাজার অওকিয়া রূপা পুরস্কার পাবে। এক অওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান, অর্থাৎ প্রায় ১২৬ গ্রাম, কারো কারো মতে এর চেয়েও বেশি হবে। কিন্তু যাহোক, এক অওকিয়া সমান ১২৬ গ্রাম, এ হিসেবে অনেক বড় অংক দাঁড়ায় যা পুরস্কার রূপে নির্ধারণ করা হয়েছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত হলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে তাকে এত অওকিয়া স্বর্ণ , এত অওকিয়া রৌপ্য, এতটা কস্তুরী, এতগুলো দামি কাপড়-চোপড় এবং এগুলো ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক জিনিসপত্র দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণা শুনে হযরত উমর বলেন, আমি এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। তখন লোকেরাও বলে, হে উমর! নিঃসন্দেহে তুমিই এই পুরস্কার পাবে। এরপর হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে এ ব্যাপারে রীতিমত চুক্তি করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি আমার কাঁধে নগ্ন তরবারি ঝুলিয়ে মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। পথিমধ্যে দেখি এক জায়গায় একটি বাছুর জবাই করা হচ্ছিল। আমি সেই বাছুরের পেট থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পাই যে, 'হে আলে যারিহ্ ! (যে বাছুরটিকে জবাই করা হচ্ছিল সেটির নাম ছিল যারিহ্) এক আহ্বানকারী আহ্বান করছে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলছে আর এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি আহ্বান করছে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র রসূল।' হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি নিজেই নিজেকে বলি, এতে আমার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭০, প্রকাশনা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড,পৃ:৫২৭)

সীরাতে হালবিয়ার এই রেওয়ায়েতটি যদি সত্য হয় তাহলে মনে হয় এটি কোন কাশ্ফী দৃশ্য ছিল যা তিনি (রা.) সেই সময়ে দেখেছিলেন অথবা হয়তো কোন দিক থেকে আওয়াজ এসেছিল।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তৃতীয় যে রেওয়ায়েতটি রয়েছে তা হল- হযরত উমর (রা.) বর্ণান করেন, একদিন আমি কাবা শরীফের তওয়াফের উদ্দেশ্যে আসি আর তখন মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সেই যুগে নামায পড়ার সময় তিনি (সা.) সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথরের দিকে। এভাবে তিনি (সা.) কাবা শরীফকে নিজের এবং সিরিয়ার, অর্থাৎ বাইতুল মু কাদ্দাসের মাঝে রাখতেন। এভাবে তাঁর নামাযের স্থানটি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যখানে হতো। রুকনে ইয়ামানী হচ্ছে, কাবা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ যা ইয়েমেনের দিকে। কেননা, এখানে না দাঁড়ালে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' কে সামনে রাখা সম্ভব হতো না। যাহোক, হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে দেখার পর আমি ভাবলাম, আজ রাতে আমিও মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী শুনব যে, তিনি কী বলেন? পরক্ষণেই আমি চিন্তা করি, তাঁর কথা শোনার জন্য আমি যদি তাঁর নিকটে যাই তাহলে তিনি টের পেয়ে যাবেন, এজন্য আমি 'হাজরে আসওয়াদ'-এর দিক থেকে এসে কাবা শরীফের পর্দার ভেতর ঢুকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকি। মহানবী (সা.) সেভাবেই নামাযে মগ্ন থাকেন। তিনি (সা.) সূরা রহমান পাঠ করেন। এগিয়ে আসতে আসতে আমি মহাবনী (সা.)-এর একেবারে সম্মুখে এসে পড়ি, (অর্থাৎ) তিনি (সা.) যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। আমার এবং তাঁর (সা.) মাঝে কাবার পর্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শোনার পর আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় এবং আমি কাঁদতে আরম্ভ করি আর ইসলাম আমার হৃদয়ে স্থান করে নেয়। মহানবী (সা.) তাঁর নামায শেষ করে সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি সেখানেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকি। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর পিছু নিয়ে চলতে থাকি। মহানবী (সা.) আমার পদধ্বনি শুনে আমাকে চিনে ফেলেন আর তিনি (সা.) এটি মনে করেন যে, কোন ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর পিছু নিয়েছি। মহানবী (সা.) আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! এত রাতে তুমি কোন মতলবে এসেছো? আমি নিবেদন করি, আমি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি আর তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনার জন্য এসেছি।

চতুর্থ রেওয়ায়েতটিতে হযরত উমর (রা.) বলেন, এক রাতে আমার বোনের প্রসব বেদনা উঠে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং দোয়া করার জন্য কাবা শরীফের গিলাফ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মহানবী (সা.) তখন আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের কাছে আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু নামায পড়ে চলে যান। আমি তখন এমন বাক্য শুনেছি যা আমি এর পূর্বে কখনো শুনিনি। মহানবী (সা.) যখন সেখান থেকে প্রস্থান করেন তখন আমি তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে বলি, আমি উমর। তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি রাতেও ছাড় না আর দিনের বেলাও ছাড় না। একথা শুনে আমি ভীত হই, পাছে আবার তিনি আমাকে অভিশাপ না দেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলি, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ্। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে উমর! তুমি কি তোমার ইসলামকে গোপন রাখতে চাও? আমি নিবেদন করি, না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঠিক সেভাবেই ঘোষণা করবো যেভাবে আমি আমার শির্কের ঘোষণা করতাম। একথা শুনে তিনি (সা.) আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করে বলেন, হে উমর! আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এরপর তিনি আমার বুকে হাত বুলিয়ে আমার অবিচল থাকার বিষয়ে দোয়া করেন। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে চলে যাই এবং তিনি (সা.) নিজ গৃহে চলে যান।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৯) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১৩৫)

ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে পঞ্চম যে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত রয়েছে তার কিছুটা আলোচনা পূর্বেও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই রেওয়ায়েতটি হল, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত উমর নগ্ন তরবারী নিয়ে বের হন। পথিমধ্যে বনু যোহরার জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, হে উমর! যাচ্ছ কোথায়? হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে যাচ্ছি (নাউযুবিল্লাহ্)। সে বলে, মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করে তুমি কি বনু হাশেম এবং বনু যোহরার হাত থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে? হযরত উমর বলেন, আমি মনে করি, তুমি সাবী (অগ্নিপূজারী) হয়ে গেছ। যে ধর্মে ছিলে সে ধর্ম থেকে তুমি বিমুখ হয়ে গেছ। সেই ব্যক্তি বলল, হে উমর! আমি কি তোমাকে এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা বলব না? তুমি আমাকে বলছ যে, আমি সাবী হয়ে গেছি। তোমাকে আমি এর চেয়েও গুরুতর কথা বলি শোন, তোমার বোন এবং ভগ্নিপতি উভয়ই সাবী হয়ে গেছে এবং তুমি যে ধর্মে আছ তারা সে ধর্ম ত্যাগ করেছে। একথা শুনে হযরত উমর উভয়কে তিরস্কার করতে করতে তাদের বাড়িতে আসেন। তাদের উভয়ের কাছে তখন মুহাজিরদের অন্যতম সাহাবী হযরত খাব্বাব (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত খাব্বাব (রা.)'র প্রেক্ষাপটে আমি এ ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণনাও করেছি। তিনি যখন হযরত উমরের আওয়াজ শুনতে পান তখন তিনি ঘরের ভেতরই লুকিয়ে পড়েন। হযরত উমর ঘরে প্রবেশ করে

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

বলেন, তোমরা কী পড়ছিলে? তোমাদের যে আওয়াজ শুনছিলাম তা কী ছিল? তখন তারা সূরা ত্বাহা পড়ছিলেন। তারা বললেন, আমরা আমাদের নিজেদের মাঝে একটি কথা বলছিলাম তাছাড়া কিছুই নয়। হযরত উমর বললেন, আমি শুনলাম তোমরা দু'জন নাকি স্বীয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছ! হযরত উমর (রা.)'র ভগ্নিপতি বলেন, হে উমর! তুমি কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছ? সত্য তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মেও থাকতে পারে? সত্যের সন্ধানই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে, তুমি কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছ যে, অন্য ধর্মেও সত্যতা থাকতে পারে? একথা শুনে হযরত উমর তার ভগ্নিপতিকে ধরে কঠিনভাবে প্রহার করতে থাকেন। তার বোন নিজ স্বামীকে রক্ষা করতে আসলে হযরত উমর তাকেও প্রহার করেন। এরফলে তার বোনের মুখ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, হে উমর! সত্য যদি তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মে থাকে তাহলে তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত উমর নিরুপায় হয়ে বলেন, আমাকে সেই কিতাব দাও যা তোমাদের কাছে আছে, আমি সেটি পড়ব আর হযরত উমর পড়তে জানতেন। তার বোন বললেন, তুমি অপবিত্র আর এ গ্রন্থ কেউ অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে পারে না। অতএব, তুমি উঠে গোসল কর বা অন্তত ওযু কর। হযরত উমর (রা.) ওযু করে আসেন এবং গ্রন্থটি নিয়ে পড়তে শুরু করেন। যে অংশটি তিনি পড়ছিলেন সেটি সূরা ত্বাহার অংশবিশেষ ছিল। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, অতএব তোমরা কেবল আমারই উপাসনা কর এবং আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর।এই আয়াত পাঠ করার পর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকে বল মুহাম্মদ (সা.) কোথায় আছেন? একথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা.) কামরার ভেতরে যেখানে লুকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, হে উমর (রা.)! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি মনেপ্রাণে চাই মহানবী (সা.) বৃহস্পতিবার রাতে যে দোয়া করেছেন, তা যেন তোমার অনুকূলে গৃহীত হয়। তিনি (সা.) দোয়া করেছিলেন, 'আল্লাহুম্মা আয়িয্ যাল ইসলামা বিউমারাবনিল খাত্তাব আওবি আমরিবনে হিশাম' অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! তুমি ইসলামকে উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনুল হিশাম-এর মাধ্যমে সম্মানিত কর। সেই সময় মহানবী (সা.) সাফা গুহার পাদদেশে অবস্থিত একটি গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত উমর (রা.)সেই বাড়ির প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় সেই গৃহের প্রবেশদ্বারে হযরত হামযা এবং হযরত তালহা (রা.) ছাড়াও মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য কিছু সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত হামযা যখন দেখেন সাহাবীরা উমর (রা.)-কে দেখে ভয় পাচ্ছে, তখন তিনি বলেন, আচ্ছা উমর এসেছে! যদি আল্লাহ্‌তা'লা তাকে কোন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এখানে এনে থাকেন তবে সে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করবে। এছাড়া তার অন্য কোন দুরভিসন্ধি থাকলে তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য সহজ। মহানবী (সা.) বাসগৃহের ভেতরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর প্রতি তখন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল। তিনিও (সা.) বাইরে আসেন এবং উমর (রা.)'র নিকটে এসে তাঁর বুকের কাপড় ধরে বলেন, হে উমর! আল্লাহ্‌তা'লা যেভাবে ওয়ালীদ বিন মুগিরাহ্‌কে লাঞ্ছিত করেছিলেন, সেভাবে তোমাকেও লাঞ্ছিত না করা পর্যন্ত এবং যন্ত্রণাদায়ক ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ না করা পর্যন্ত কি নিবৃত্ত হবে না? এরপর তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! এই হলো, উমর ইবনুল খাত্তাব। তুমি ইসলামকে উমর ইবনুল খাত্তাবের মাধ্যমে সম্মানিত কর। অতঃপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। এই বলে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনি এখন বাইরে বের হন।

মা'মার এবং যুহরী বর্ণনা করেন, দ্বারে আরকামে মহানবী (সা.)-এর আসার পর হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বারে আরকামে যে চল্লিশ বা চল্লিশের অধিক নারী ও পুরুষ এসে মুসলমান হয়েছিলেন, তাদের মাঝে তিনি সর্বশেষ বয়আতকারী ব্যক্তি ছিলেন। দ্বারে আরকাম সেই ঘর বা কেন্দ্রের নাম যেটা একজন নবদীক্ষিত মুসলমান আরকাম বিন আরকামের বাসস্থান ছিল এবং এটি মক্কা থেকে কিছুটা দুরে অবস্থিত। সেখানে মুসলমানরা সমবেত হয়ে ধর্ম শিখতেন। ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্য সেটি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই সুখ্যাতির কারণেই এই স্থানটি 'দারুল ইসলাম' নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। মক্কায় এটি তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানদের কেন্দ্র ছিল। সেখানেই সবাই গোপনে ইবাদত করতেন, মহানবী (সা.)-এর বৈঠক বসতো। যখন হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করে। রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উমর (রা.) সেই কেন্দ্রে ইসলাম গ্রহণকারী শেষ ব্যক্তি ছিলেন, যার ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানরা অনেক দৃঢ়তা লাভ করে আর তারা প্রকাশ্যে বের হয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪২-১৪৩) (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতাহযরত মির্যা বশীরুদ্দীন আহমদ এম.এ., প্র: ১২৯)

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনা কিছুটা ভিন্নতাসহ অপর একটি রেওয়ায়েতেও বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনাতে সূরা ত্বাহার প্রারম্ভিক আয়াতের উল্লেখ আছে তবে অন্য বর্ণনায় সূরা হাদীদের প্রারম্ভিক আয়াতের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো হযরত উমর (রা.) তার বোনের বাসায় পাঠ করেন। (উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪০)

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ষষ্ঠ একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে। হযরত উমর (রা.) নিজে বর্ণনা করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন আমি মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হই। আমি দেখি, তিনি (সা.) আমার পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেছেন। আমি তাঁর (সা.) পেছনে দাঁড়িয়ে যাই, মহানবী (সা.) সূরা আল্ হাক্কা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। আমি পবিত্র কুরআনের (আয়াতের) গঠন ও বিন্যাস দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমি বলি, খোদার কসম! কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকে, সত্যিই ইনি একজন কবি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি একথা ভাবতেই মহানবী (সা.) اِنَّہٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ کَرِیۡمٍ ۙ وَّ مَا ہُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِیۡلًا مَّا تُؤۡمِنُوۡنَ আয়াতগুলো পাঠ করেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম। এবং এটি কোন কবির কাব্য নয়, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন। (সূরা আল্‌হাক্কা, ৪০-৪১) হযরত উমর বলেন, ইনি তো দেখি গণক, জাদুকর। অতঃপর মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

وَ لَا بِقَوۡلِ کَاہِنٍ ؕ قَلِیۡلًا مَّا تَذَکَّرُوۡنَ ؕ تَنۡزِیۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ؕ وَ لَوۡ تَقَوَّلَ عَلَیۡنَا بَعۡضَ الۡاَقَاوِیۡلِ ۙ لَاَخَذۡنَا مِنۡہُ بِالۡیَمِیۡنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡہُ الۡوَتِیۡنَ ۚ فَمَا مِنۡکُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ عَنۡہُ حٰجِزِیۡنَ

এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ এটি কোন গণকেরও কথা নয়, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। এটি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং সে যদি কোন মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম। অতঃপর আমরা তার জীবন-শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউই আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারত না। (সূরা আল্ হাক্কা, ৪২-৪৮) হযরত উমর বলেন, তখন থেকে ইসলাম আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধে নেয়।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৮-১০৯)

সপ্তম একটি রেওয়ায়েতও আছে। এটি বুখারীর বর্ণনা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখনই হযরত উমর (রা.)-কে কোন বিষয়ে বলতে শুনেছি যে, আমার মনে হয় বিষয়টি এমন, বাস্তবে ঠিক তেমনই হতো যেমনটি তিনি (রা.) ধারণা করতেন। একবার হযরত উমর (রা.) বসে ছিলেন। তাঁর (রা.) পাশ দিয়ে এক সুদর্শন ব্যক্তি অতিক্রম করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার ধারণা হয়তো ভুল হবে। এই ব্যক্তি হয়তো তার অজ্ঞতার যুগের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়তো এ ব্যক্তি তাদের গণক। সেই ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। তাকে তাঁর (রা.) কাছে ডেকে আনা হয়। তিনি (রা.) সেই ব্যক্তিকে তা-ই বলেন। সে বলল, আমি আজকের দিনের মত কোন দিন দেখিনি যখন কোন মুসলমানকে এভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। সেই ব্যক্তি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, আমাকে অবশ্যই

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

বলতে হবে। সেই ব্যক্তি বলে, আমি অজ্ঞতার যুগে তাদের গণক ছিলাম। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার নারী জ্বীন তোমার কাছে এনেছে এমন কোন বিস্ময়কর কথা থেকে থাকলে আমাকে বল। সে বলে, আমি একদিন বাজারে ছিলাম। সেই নারী জ্বীন আমার কাছে আসে। আমি তার মাঝে একটি ভীতি দেখতে পাই। সেই জ্বীন আমাকে বলে, তুমি কি জ্বীনদের দেখ নি? তাদের দুশ্চিন্তা, আশ্চর্য হওয়া, উটনী এবং পালানের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়াকে লক্ষ্য কর নি? হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। একবার আমি তাদের প্রতিমার কাছে শুয়ে ছিলাম। এক ব্যক্তি একটি বাছুর নিয়ে আসে এবং জবাই করে। তখন এক আহবানকারী চিৎকার দেয়। তার চেয়ে উচ্চস্বরে আর কাউকে চিৎকার করতে আমি শুনি নি। সে বলছিল, হে সীমালঙ্ঘনকারী শত্রু! এটি একটি অনেক মহৎ কাজ, এক সুবক্তা বলছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।অর্থাৎ- আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তখন সবাই উঠে দাঁড়ায়। আমি বললাম, পিছনে কোন ব্যক্তি আছে তা না জানা পর্যন্ত আমি বের হব না। আবার আওয়াজ আসে, হে সীমালঙ্ঘনকারী শত্রু! এটি একটি অনেক মহৎ কাজ, এক সুবক্তা যে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। এরপর আমিও দাঁড়িয়ে যাই। কিছু দিন যেতে না যেতেই বলা আরম্ভ হল যে, এই ব্যক্তি নবী। বুখারীর কোন কোন সংস্করণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র স্থানে লা ইলাহা ইল্লা আনতা-ও ব্যবহৃত হয়েছে।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৮৬৬)

যাহোক, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইতিহাস এবং সীরাত গ্রন্থে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থে বর্ণিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত সেটিই-যাতে উল্লেখ আছে, হযরত উমর (রা.) তরবারী নিয়ে মহানবী (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; পথিমধ্যে কেউ তাঁকে বলেছিল, নিজের বোন তথা নিজের বাড়ির খবর নিন। (একথা শুনে) তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ি যান। এ রেওয়ায়েতটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আর এর ঘটনাই অধিকাংশ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও এ সম্পর্কে আরো অনেকগুলো রেওয়ায়েত রয়েছে- যেগুলো আমি বর্ণনা করেছি। যাহোক, যেসব রেওয়ায়েত আমি বর্ণনা করেছি সেগুলো সম্পর্কে বা সেগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকগণ এবং জীবনীকারগণ অনেক পর্যালোচনা ও সমালোচনা লিখেছেন। কিন্তু আমরা তো সবগুলোর মধ্যে সেই রেওয়ায়েতকেই সঠিক মনে করি, যেটি বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে আসা সংক্রান্ত ছিল। আর এরপর তিনি সেখান থেকে দ্বারে আরকামে যান। এমনটিও বলা যেতে পারে, আর এটির সম্ভাবনাও খুব বেশি যে, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে উল্লেখিত সবগুলো রেওয়ায়েতই নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক। যা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভিন্ন সময় হযরত উমর (রা.)'র মনের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়ার নানাবিধ ঘটনা ঘটতে থেকেছে। অনেক সময় পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। চূড়ান্ত ঘটনা সেটিই ঘটেছিল যখন তিনি তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে পবিত্র কুরআন শোনেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যান। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

হযরত উমর (রা.)'র বয়স তখন ৩৩ বছর ছিল আর তিনি তাঁর গোত্র বনু আদী'র নেতা ছিলেন। যখন তিনি বয়আত করেন বা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন পর্যন্ত কুরাইশদের দূতের পদটি তাঁর কাছেই ছিল। এমনিতেও তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী, সাহসী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানরা অনেক শক্তি অর্জন করে, আর তারা দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে মসজিদুল হারামে (কাবা শরীফে) নামায পড়েন। হযরত উমর (রা.) দ্বারে আরকামে ঈমান আনয়নকারী শেষ সাহাবী ছিলেন আর এটি ছিল নবুয়্যতের ষষ্ঠ বছরের শেষ মাসের ঘটনা। তখন মক্কায় মুসলমান পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ১৫৯)

অবশিষ্ট ঘটনাবলী আমি আগামী বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যাদের জানাযা পড়াবো। এদের মাঝে প্রথমে রয়েছেন, আহমদ মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেব, যিনি ইয়েমেনের মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেবের পুত্র ছিলেন। ৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে মিশরে তার মৃত্যু হয়, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ-। আহমদ মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেবের জন্ম হয় ইয়েমেনের এডেন শহরে।

জনাব গোলাম আহমদ সাহেব যখন মুবাল্লিগ হিসেবে এডেন যান তখন শবুতী সাহেব ১৪ বছর বয়সে বয়আত করেন। পরবতীতে জামা'তে আহমদীয়া ইয়েমেন-এ তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং দীর্ঘ সময় যাবৎ তিনি জামা'তে আহমদীয়া, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছিলেন আর দায়িত্ব পালন করা অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ আদনী সাহেবের কন্যা শ্রদ্ধেয়া ওয়াসীমা মুহাম্মদ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়, যিনি দিল্লী নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব এবং মহিলা সাহাবী হযরত হুসাইনা বিবি সাহেবা (রা.)'র পৌত্রী ছিলেন। শবুতী সাহেবের বিয়েও রাবওয়াতেই হয়েছিল, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে হয়েছিল। যাহোক, এরপর কেন্দ্রের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। শবুতী সাহেব রাবওয়া যাওয়ারও সুযোগ পান এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র সাথে সাক্ষাতের সম্মানও অর্জন করেন। বুযূর্গ এবং সাহাবীদের সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। শবুতী সাহেব যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নার্সিং ও হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং লিভারপুল বিশবিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্য প্রবন্ধন (হেল্‌থ এডমিনিস্ট্রেশন) বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ইয়েমেন সেন্ট্রাল হেল্‌থ ইনস্টিটিউটের ডিনের পদসহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তিনি প্রায় ২৯ বছর ধরে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়াও বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার খণ্ডকালীন উপদেষ্টা হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং কয়েক মাস পূর্বে মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল কিন্তু যুক্তরাজ্যে আসার চেষ্টা ছিল। কিন্তু এরপর রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার ফলে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর অবশেষে ৯ এপ্রিল নিজের মহান স্রষ্টার সমীপে ফিরে যান। মরহুম মূসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র আমেরিকা প্রবাসী ডা. মুহাম্মদ শবুতী ও তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গিয়েছেন। বড় মেয়ে ইয়েমেনে আছেন, এক মেয়ে জার্মানিতে থাকেন আর মারওয়া শবুতী সাহেবা আমাদের এখানে যুক্তরাজ্যে আছেন, এমটিএ আল্-আরাবিয়ায় সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করছেন।

তার কন্যা মারওয়া শবুতী বলেন, জান্নাত মায়ের পদতলে- একথা তো ঠিক, কিন্তু আমি আমার বাবার কাছেও মায়ের মতই স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি। কিংবা এভাবেও বলা যায়, বাবা ও মায়ের ভালোবাসার মধ্যে আমি কখনোই পার্থক্য অনুভব করি নি। তিনি বলেন, আমার পিতা মুত্তাকী, সৎকর্ম শীল, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। ধৈর্য, সততা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক, দরিদ্র-বৎসল এবং সবার প্রতি, বরং বলা উচিত গোটা মানবজাতির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতেন। যারাই তার সম্পর্কে লিখেছেন তাদের অনেকেই এই কথাগুলো লিখেছেন। তার পরিচিত অ-আহমদীরাও তার সম্পর্কে এসব কথা লিখেছেন। নিজের কাজগুলোকে তিনি নিপুণভাবে সম্পন্ন করতেন। সময়ানুবতী ছিলেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। প্রায়শই ইবাদত ও নফল আদায়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং ফরয নামাযের ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকতেন। তিনি বলেন, ২০০২ সনে তার পিতামাতা উভয়ই বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ইয়েমেন জামা'তের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট খালেদ আলী আস্ সাবরী সাহেব বলেন, মরহুম বার্ধক্য সত্ত্বেও প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত সহৃদয়, সদা-হাস্যময়, উদার ও অতিথি-বৎসল ব্যক্তি ছিলেন। সব আহমদীর সাথে স্নেহশীল পিতার মত আচরণ করতেন। জামা'তের যেকোন প্রয়োজনে নিজের পকেট থেকে খরচ করতেন এবং জামা'তের ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন প্রিন্টার, ফ্যাক্স মেশিন প্রভৃতি নিজেই কিনে দিতেন। দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও

স্নেহপরায়ণ ছিলেন। প্রত্যেক অস্বচ্ছল আহমদীর জন্য মন খুলে খরচ করতেন। আহমদী এতীম ও বিধবাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত একটি পরিবারের বাড়িভাড়াও নিজের পকেট থেকে দিতেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও ২০১৮ সালে এডেন থেকে সানা পর্যন্ত ২০ ঘন্টার সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিয়ে যান, ওই সময় সৌদি আক্রমণের কারণে যাত্রাপথ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল এবং বিভিন্ন স্থানে চেকিং-ও হতো। বার্ধক্যের কারণে চলাফেরা করাটাও তার জন্য কষ্টকর ছিল। এই সফর তিনি কেবলমাত্র সানা জামা'তের সাথে ঈদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে এবং অস্বচ্ছল পরিবারগুলোকে ঈদী দেওয়ার জন্য আর তাদের সাথে ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার জন্য করেছিলেন। সেই সময় জামা'তের সকল সদস্য তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে জনাব কুরাইশী যাকাউল্লাহ্ সাহেবের। তিনি জলসা সালানা দপ্তরের হিসাবরক্ষক (একাউন্টেন্ট) ছিলেন। তিনিও ৯ এপ্রিল তারিখে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ।

কুরাইশী সাহেবের পরিবারে আমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার নানা এবং তার স্ত্রীর দাদা হযরত খুরশীদ আলী সাহেব (রা.)'র মাধ্যমে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোট এলে হযরত খুরশীদ আলী সাহেব ১৬ বছর বয়সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। কু রাইশী সাহেবের স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন, ছেলে কুরআনের হাফিয এবং এখানে যুক্তরাজ্যেই বসবাস করেন। এক কন্যা রাবওয়ার পিএস দপ্তরে কর্মরত আমাদের এক কর্মীর সহধর্মিণী, দ্বিতীয় কন্যা ম্যানচেস্টারে বসবাস করেন এবং আরেক কন্যা মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি রিলিভিং ক্লার্ক হিসেবে জামা'তের সেবা শুরু করেন। নিগরান বোর্ডের সদর হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র অধীনে তিনি কাজ করেন। ৫৮ বছরের অধিককাল তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, রাবওয়ায় চাকরি করেন। তার পুত্র হাফিয শামসুয্ যোহা বলেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর সাথে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। প্রথম দিন তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র বাড়িতে গেলে তিনি তাকে বলেন, আপনি বসুন। তিনি বলেন, আমি তখন বলি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তানের সামনে একই উচ্চতার আসনে আমি কীভাবে বসতে পারি? এতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, 'আল আমরু ফাওকাল আদাব', অর্থাৎ নির্দেশ পালন ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শনের ওপর প্রাধান্য রাখে। এরপর তিনি বসে পড়েন। অনেক সম্মান করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতা একজন শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পাঁচবেলার নামায বাজামাত তো পড়তেনই, সাথে সাথে তাহাজ্জুদের নামাযও রীতিমত পড়তেন। অন্যান্য প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে চাঁদা প্রদান করতেন। নিজের বংশের বুযুর্গদের নিজের বাড়িতে রেখে তাদের সেবা করতেন। কয়েকজনের মৃত্যুও আমাদের বাড়িতে হয়েছে। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল আর আমাদের মাঝেও এই বৈশিষ্ট্য যাতে সৃষ্টি হয় সে চেষ্টায় রত থাকতেন। শৈশবে আমাকে সাথে করে নামাযে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়শই পথিমধ্যে তিনি বলতেন, যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে যখনই তোমাকে কোন কাজে ডাকা হবে তা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। কোন কোন দরিদ্র পরিবারের ব্যয়ভার তিনি বহন করেছেন। তার মেয়ে আমাতুস্ সালাম বলেন, আমার পিতা তার নিজস্ব সম্পত্তি থেকে এক কানাল (প্রায় ১৩ ডেসিমেল) জমি রাবওয়ার নাসিরাবাদ সুলতান মহল্লাতে মসজিদ নির্মাণের জন্য সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নামে উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। সাধারণত তিনি এক মাসে দু'বার কুরআন খতম করতেন। পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র ছিল, সব ভাই-বোনদের ভালোভাবে লেখাপড়া করিয়েছেন, তাদের উত্তমরূপে তরবীয়ত করেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে কানাডার জনাব খালেক দাদ সাহেবের। তিনি ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ। তার নানা কাদিয়ানের ব্যবসায়ী হযরত শেখ নূরুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার দাদা মোহতরম মওলা দাদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র হাতে বয়আত করে আহমদীয়াতের ভুবনে পদার্পণের সৌভাগ্য লাভ করেন। দীর্ঘ সময় তিনি করাচীতে মহল্লা প্রেসিডেন্ট হিসেবে খিদমত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। কানাডায় অর্থ বিভাগে সেবা করেছেন। নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত, সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র, দরিদ্র-বৎসল, পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। চাঁদা প্রদান ও আর্থিক তাহরীকসমূহে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। খিলাফতের সাথে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আর আমিও তার মাঝে এটি লক্ষ্য করেছি যে, খিলাফতের প্রতি অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র কৃপায় মরহুম প্রাথমিক মূসীদের একজন ছিলেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও চার পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র কানাডার ন্যাশনাল আমেলায় দায়িত্ব পালন করছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুহাম্মদ সেলিম সাবের সাহেবের, তিনি উমুরে আমা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। গত ২৭ মার্চ ৭৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ। সেলিম সাবের সাহেবের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল তার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ নূর মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে। তার পিতা কাদিয়ানের নিকটবর্তী ওয়ানজওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি স্বয়ং কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। ১৯ মে ১৯৬২ সালে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় তার পদায়ন হয়। এরপর ১৯৬৮ সালে দিওয়ান বিভাগ থেকে প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে তার বদলী হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিজে নিজের দপ্তরের জন্য তাকে মনোনীত করেন। এরপর ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি উমুরে আম্মা দপ্তরে মুহতাসেব (হিসাব রক্ষক) ছিলেন। প্রায় ৫৯ বছর তিনি জামাতের সেবা করেছেন।

মরহুম মূসী ছিলেন। তার ভাইপো ও জামাতা বলেন, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। নামাযে সাধারণত আর তাহাজ্জুদে বিশেষত এত বেদনার সাথে দোয়া করতেন যে, তার সাথে যে লোক বসতো তার মনও গলে যেত। নতুন প্রজন্মকে নিয়মিত যুগ খলীফার প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন। অফিসের নির্ধারিত সময় ছাড়াও তিনি অফিসে সময় দিতেন। জামা'তের যে কোন সদস্যের দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখকষ্ট এবং মানুষের বিপদাপদকে নিজের বিপদাপদ মনে করতেন। যুগ খলীফা এবং জামা'তের আনুগত্যের বিষয়টিকে সামনে রেখে মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান করতেন। সর্বদা দরূদ শরীফ যপ করতেন, নীরবে গরীবদের সাহায্য করতেন, এমন অগণিত গুণের আধার ছিলেন তিনি।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয়া নাইমা লতীফ সাহেবার যিনি আমেরিকা নিবাসী সাহেবযাদা মাহ্দী লতিফ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ১০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ।

মরহুমার স্বামী জনাব সাহেবযাদা মাহ্দী লতীফ সাহেব হযরত সাহেবযাদা শহীদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)'র পৌত্র। মরহুমা ১৯৬৯ সালে পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন আর এরপর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পেশওয়ার-এর বোটানি ডিপার্টমেন্টে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। ১৯৭০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র তাহরীকে নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি এবং তার ছোট ভাই সাঈদ মালিক সাহেব নাইজেরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন আর সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি উইমেন এরাবিক টিচারর্জ কলেজ, উসাও-এর অধ্যক্ষা হিসেবে

এরপর শেষের পাতায়......

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

২০১৪ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আয়ারল্যান্ড সফর

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

(নাসেরাতদের সঙ্গে বৈঠকের শেষাংশ)

প্রশ্ন: আমরা কি পাকিস্তানী নাটক দেখতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখতে পারেন, যদি অশালীন না হয়। পাকিস্তানী নাটক ভারতীয় নাটকের চেয়েও জঘন্য হয়ে গিয়েছে। আর এর মাঝে এমন সব বিজ্ঞাপন আসে যা তরবীয়তের ক্ষেত্রে কুপ্রভাব ফেলে। অতএব সেই সব নাটক দেখতে পার, যেগুলি শালীনতার মধ্যে পড়ে এবং যেগুলিতে শিক্ষনীয় বিষয় থাকে। যা তোমাদের উপর কুপ্রভাব ফেলে, মা-বাবার অবাধ্য হয়ে ওঠ, বড়দেরকে সম্মান করতে ভুলে যাও- এমন নাটক দেখো না। তাই শালীন ও শিক্ষনীয় নাটক দেখতে পার। কোন অস্বস্তিকর দৃশ্য বা বিজ্ঞাপন এসে পড়লে তৎক্ষণাৎ চ্যানেল পাল্টে দেওয়ার বা বন্ধ করে দেওয়ার তৎপরতা তোমাদের থাকা চায়।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামাযের সময় নষ্ট করো না, যথা সময়ে নামায পড়ো। নিয়মিত কুরআন করীম তিলাওয়াত কর এবং কোন না কোন ধর্মীয় পুস্তক পড়ো। সারা দিন নাটক দেখা, ইন্টারনেটে বসে থাকা কিম্বা অন ডিমান্ড চ্যানেলে অনুষ্ঠান দেখা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাউকে বলেছিলেন যে তিনি নবী এবং আহমদী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই যুগেই নিজের নবী হওয়ার বিষয়ে লিখেছেন এবং বলেছেন যখন খোদা তা'লা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না খোদা তা'লা তাঁকে বলেছেন, তিনি লেখেন নি কিম্বা কোন ঘোষণাও করেন নি। আর যতদূর আহমদী নাম উল্লেখের বিষয়টি রয়েছে, এবিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর দুটি নাম- মহম্মদ এবং আহমদ। জামাতের নাম আহমদী হওয়ার উপলক্ষ্য এভাবে তৈরী হয়েছে যে প্রত্যেক দশ বছর অন্তর আদমসুমারী সম্পন্ন হয়। ১৯০১ সালে যখন ভারতের আদমসুমারি হল, সেই সময় হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণকারীরা যেন অন্যান্য মুসলমানদের থেকে পৃথক প্রকাশ পায়, এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ধর্মের জায়গায় তাদেরকে আহমদী মুসলমান লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই তাঁর অনুসারীরা আহমদী হিসেবে পরিচয় লাভ করল।

লাজনা ইমাউল্লাহ্ আয়ারল্যাণ্ড -এর ন্যাশনাল মজলিসে আমলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক।

দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করেন।

লাজনার নায়েব সদরকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ন্যাশনাল আমেলা বা কার্যসমিতিতে কি হিসেব আছেন? কেননা নায়েব সদরের কাছে কোনও একটি বিভাগ থাকাও জরুরী। যাতে সদর লাজনা উত্তর দেন যে তিনি স্থানীয় সদর লাজনা পদেও রয়েছেন।

ওয়াকফে নও সেক্রেটারী সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনাদের ন্যাশনাল কার্যসমিতিতে ওয়াকফে নওয়া সেক্রেটারীর তো কোন পদ নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁকে সহকারি-সদর হিসেবে নিয়োগ করুন আর ওয়াকফাতে নও সংক্রান্ত কাজে লাগান।

সেক্রেটারী তবলীগকে হুযুর আনোয়ার (আই.) তবলীগি কার্যক্রম এবং লিফলেট বিতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মিনা বাজার প্রসঙ্গেও জিজ্ঞাসা করেন এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল কি না। যার উত্তরে সদর লাজনা বলেন, তারা সেই এলাকায় আছে যেখানে ঘর ভাড়ায় নেওয়া হয়, মানুষকে মিনা বাজারে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় যাতে বেশি করে লোক আসে আর কেনাকাটার পাশাপাশি জামাতের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধি পায়। মিনা বাজার তবলীগের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আমরা সেখানে তবলীগ কর্ণার তৈরী করে থাকি, যেখানে বই এবং অন্যান্য লিটারেচর রাখি। মিনা বাজারে পর্দার রীতি বজায় রেখে লাজনার সদস্যারা লিফলেট বিতরণ করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা মানুষকে আসার জন্য যে নেমন্ত্রণপত্র দিয়েছেন তা ঠিকই করেছেন। ছোট মেয়েরা মিনা বাজারে যাবে আর লাজনারাও সেখানে গিয়ে তাদের পথনির্দেশনা দিবে।

হুযুর আনোয়ার তবলীগ সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, তবলীগের জন্য আপনারা সেমিনারের আয়োজন করুন। যে সব আহমদী ছাত্রীরা স্কুল কলেজে আছে তারা তাদের স্কুল ও কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করুক এবং সেমিনারের আয়োজন করুক।

তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, অর্থাভাবের কারণে আমরা এটি করি না।' হুযুর বলেন, এখন কেন্দ্রের অংশও আপনাদের দিয়ে দিয়েছি। সামর্থবানদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিন। যুক্তরাষ্ট্রে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য যাতায়াতের খরচ তারা নিজেরাই বহন করে থাকে। যারা সামর্থবান তাদের কাছ থেকে নিন। যাদের স্বামী বেশি উপার্জন করে, সেই সব মহিলাদের কাছ থেকে নিন।

সদর লাজন সাহেব বলেন, এবছর হুযুর আনোয়ার যে মরকযের অংশ আমাদেরকে দিয়েছিলেন, তা থেকে আমরা বই-পুস্তক ক্রয় করেছি। হুযুর আনেয়ার বলেন, আগামী পাঁচ বছরের বাজেট আপনারাই রাখুন আর তা তবলীগের কাজে ব্যয় করুন, তবলীগের নতুন পথ বের করুন। তবলীগি কার্যক্রম সম্পর্কে তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, 'আমরা বিভিন্ন স্কুলকে চিঠি লিখেছি আর জামাত আন্তঃধর্মীয় অনষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, চিঠি লিখে কিছু হবে না। নিজেরা ঘর থেকে বের হন, দ্বিতীয় বার যান, বার বার যান। নিজেদের মেয়েদেরকে বলুন মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে এবং নিজেদেরকে পরিচিত করে তুলতে। আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান তো জামাত করেছিল, লাজনাদের পক্ষ থেকে কিছু করুন।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে লাজনা সদর সাহেবা বলেন, মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ১৫জন অতিথি লাজনাদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনারা যেন পর্দার মধ্যে থেকে তবলীগ করে আর স্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে এ বিষয় নিয়ে। তবলীগের কমিটি গঠন করুন। পরিকল্পনা তৈরী করুন। আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান এবং সব শেষে তা বাস্তবায়িত করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের থেকেই আপনারা অব্যহতি পান না। তবলীগও জরুরী বিষয় আর এর পাশাপাশি তরবীয়তও জরুরী।

সদর লাজনা প্রশ্ন করেন যে আমরা কি তবলীগের জন্য স্টল লাগিয়ে লোকেদের পামফ্লেট বিতরণ করতে পারি? আমরা পর্দার মধ্যে থেকে এভাবে কি তবলীগ করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগি স্টল লাগান। পুরুষরা তো স্টল লাগায়। আপনারাও পর্দার মধ্যে থেকে স্টল লাগাতে পারেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি যখন পার্লামেন্টে যাই, সেখানে এক ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিল যে আমাদের মেয়েদের মধ্যে নাকি স্বাধীনতা নেই। আপনারা স্টল লাগাতে পারেন। স্বাধীনতার নামে অনেকে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করবেন না।

ইশাআত সেক্রেটারী হুযুর আনোয়ারের সমীপে 'মরিয়ম' পত্রিকা এবং লাজনাদের ন্যাশনাল সিলেবাস উপস্থাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি তো আপনার অনেক বড় বানিয়ে দিয়েছেন। এটা কতটা মেনে চলা হয়। মরিয়ম পত্রিকার প্রকাশনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে ইশাআত সেক্রেটারী বলেন, 'এই মরিয়ম পত্রিকা আমরা যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশ করে থাকি কেননা, আয়ার্ল্যাণ্ডে ছাপার খরচ অনেক বেশি।'

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে ওয়াকফাতে নওদের পত্রিকা 'মরিয়ম'ও আনিয়ে নিয়ে বিতরণ করুন।

মজলিসে শূরা আয়োজন প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে লাজনারা নিজেদের শূরার আয়োজনও করবে যেখানে ন্যাশনাল আমেলা বা কর্মসমিতি ছাড়াও প্রতি দশ জন সদস্যা পিছু একজন সদস্যাকে নির্বাচিত করুন।

সেক্রেটারী মাল সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে সদর লাজনা বলেন, সেক্রেটারী মাল ডাক্টার রুবিনা সাহেবা অসুস্থ। কিন্তু তিনি এই কাজ অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে সম্পাদন করে এসেছেন।এখন তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য।

যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, তাঁর স্থানে অন্য কাউকে সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করুন।

সদর সাহেবা চাঁদার অর্থ জামাতের একাউন্টে জমা রাখার বিষয়ে কিছু জটিলতার উল্লেখ করলে হুযুর আনোয়ার প্রবন্ধন সম্পর্কিত কয়েকটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আয়-ব্যায়ের হিসেব রাখুন। যেভাবে আপনাদের বাজেট তৈরী হয় সেভাবেই খেয়াল রাখুন।

সেক্রেটারী তরবীয়ত প্রশ্ন করেন যে আমরা লাজনাদের তরবীয়ত কিভাবে করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন সর্বপ্রথম আমলা সদস্যরা নিজেদের সংশোধন করুক। মানুষের পিছনে নাছোড় হয়ে পড়ে থাকবেন না। বার বার উপদেশ দিন। ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে তাদেরকে বোঝান। প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক মানসিকতা হয়ে থাকে, সেই অনুসারে তাদের সঙ্গে আচরণ করুন।

তরবীয়ত সেক্রেটারী বলেন, পারিবারিক সাক্ষাতপর্বে যদি তরবীয়তি বিষয়ে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যেগুলির সংশোধন আবশ্যক, তবে হুযুর আমাদের পথনির্দেশনা প্রদান করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনারা ঠিক আছে, তাদেরকে সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সদর লাজনা সাহেবা বলেন, এখানে ১২২ জন লাজনা রয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন এই সংখ্যা তো একটি মহল্লার সমান। আপনাদের এদের দেখাশোনা করা কঠিন হচ্ছে!

নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, নাসেরাতদের সংখ্যা ৩১জন। হুযুর আনোয়ার বলেন, ভবিষ্যতে ভাল লাজনা পেতে হলে ভাল নাসেরাত গড়ে তুলুন।

নাসেরাতদের ক্লাসে একটি মেয়ে পর্দার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল যে পর্দা করার সঠিক বয়স কোনটি? আপনারা যদি যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর্দা সংক্রান্ত আমার ভাষণগুলি শুনে থাকেন, সেখানে আমি এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মেয়েদেরকে বাল্যাবস্থাতেই লজ্জাশীল পোশাক পরান। যাতে সেই পোশাকে তারা অভ্যস্ত হয়। যদি প্রথমে হাতহীন জামা ও ছোট ছোট পোশাক পরাতে থাকেন তবে পরবর্তীতে হঠাৎ করে সে লজ্জাবতী হয়ে উঠবে না। মায়েদেরকে তরবীয়ত করতে হবে। শৈশবকাল থেকেই এই চিন্তাধারা তৈরী করুন যে তাদেরকে লজ্জাশীল বানাতে হবে।

হুযুর আনোয়ার আফ্রিকার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, অনেক মহিলার কাছে পোশাক থাকে না, কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পর তারা নিজেদেরকে পূর্ণ পোশাকে আবৃত রাখে আর এখানে এসে তো তারা পুরো পোশাক পরে। কিন্তু পাকিস্তানী মেয়েরা যখন সেখান থেকে আসে, তখন তাদের পরনে বোরকা থাকে আর এখানে ইউরোপে এসে পর্দাহীন হয়ে পড়ে।

হুযুর আনোয়ার তালীম সেক্রেটারীকে বলেন, আপনি নিজের পরিবারে একমাত্র আহমদী। আপনার পিতামাতা জামাত সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করেন? আপনার বাবাকে জুমাতেও দেখেছি, তিনি খুতবাও শুনেছেন। এ সম্পর্কে তিনি কি বলেন?

তালীম সেক্রেটারী বলেন, জামাত সম্পর্কে আমার বাবা-মা এর ধারণা খুব ভাল। তারা প্রতি জুমায় হুযুর আনোয়ারের খুতবা শোনেন আর অনেক সময় মিশন হাউসে জুমআর নামায পড়েন। এছাড়া এম.টি.এ তে জলসা দেখেন, বক্তৃতাদি শোনেন এবং স্থানীয় জলসাতেও অংশগ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তাদেরকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করুন, তারা জামাত সম্পর্কে আশ্বস্ত। আপনার পিতাকে কেবল আশ্বস্ত করতে হবে। সেক্রেটারী তালিম বলেন, পিতামাতার উপর পরিবারের চাপ আছে, বড় ভাইও জামাতের বিরোধিতা করে। তার এখনও বিয়ে হয় নি। দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমার ভাইয়ের উপর কৃপা করুন, তাকে সঠিক পথের দিশা দিন। এর ফলে আমার পিতামাতা আহমদীয়াতে চলে আসবেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার এক আইরিশ বন্ধুর কথা উল্লেখ করে বলেন, মসজিদের উদ্বোধনের সময় সাউন্ড সিস্টেম পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিল। দুই-তিন দিন এখানকার পরিবেশ এবং হুযুর আনোয়ারের উপস্থিতিতে সে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছে। সে জানিয়েছে, বিগত ৩৫ বছর থেকে খোদার সন্ধানে ছিল। চার্চে সে খোদার দেখা পায় নি। কিন্তু এখানে খলীফাকে নামায পড়তে দেখেছে, খুতবা শুনেছে এবং সঙ্গে নামাযও পড়েছে আর এখানে খোদার সন্ধান পেয়েছে।

এরপর ওয়াকফে নও-এর সহায়ক সদর বলেন, তাঁর পরিবারও বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর তাকেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, বিরোধিতার ফলে আপনার পাপ ক্ষয় হয়।

সেক্রেটারী সেহেত ও জিসমানী প্রশ্ন করেন, 'আমরা লাজনারা দলবদ্ধভাবে 'ওয়াক' করতে পারি? হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন ম্যারাথন দৌড়ে যেতে চান? সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, পর্দার মধ্যে থেকে সাধারণ 'ওয়াক' করা যায় কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, পার্কে যেতে চাইলে কোন অসুবিধা নেই।

ন্যাশনাল মজলিসে আমলার এই মিটিং সাড়ে আটটায় সমাপ্ত হয়।

ন্যাশানাল আমেলা মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্ আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পৃথক পৃথক বৈঠক।

হোটেলের একটি কনফারেন্স রুমে মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে খুদ্দামদের সঙ্গে মিটিং আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার প্রথমে দোয়া করান।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে মুতামিদ সাহেব বলেন, আমাদের তিনটি মজলিস আর খুদ্দামদের সংখ্যা ৭১জন। আমাদের নিয়মিত ন্যাশনাল ইজতেমার আয়োজন হয়, যার জন্য হলঘর বুক করা হয়। ইজতেমায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়। মজলিসগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে আর রিপোর্টও নেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার মুহতামিম তরবীয়তের কাছে জানতে চান যে তিনি কি জানেন যে কতজন খুদ্দাম বিবাহিত আর কতজন অবিবাহিত? মুহাতামিম তরবীয়ত এ ব্যাপারে অনবহিত আছেন বলে জানান। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার তা জানা থাকা দরকার, নথিতে থাকা দরকার।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার বলেন, যথারীতি প্রত্যেক খাদিমকে তাজনীদ ফর্ম পূর্ণ করতে বলুন। পাকিস্তান থেকে ফর্ম চেয়ে পাঠান বা যুক্তরাজ্য থেকে চেয়ে পাঠান। প্রত্যেক খাদিমের বায়োডাটা আপনাদের রেকর্ডে থাকা চাই।

খাদিমের নাম, পিতার নাম,বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়, বিবাহিত/অবিবাহিত ইত্যাদি তথ্য তাতে থাকবে।

'মুহতামিম মাল'কে সম্বোধন করে হুযুর আনোয়ার বলেন, আসল কথা হল আয় অনুপাতে চাঁদা দেওয়া। কিন্তু যে নিজের আয় অনুসারে চাঁদা দেয় না বা নিজের আয় প্রকাশ করে না, এমন ব্যক্তি লিখে জানাক যে কেবল এতটা চাঁদা দিতে পারবে।

মুহতামিম তরবীয়তের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে যারা বিবাহিত, তাদের জীবন কি আগের চেয়ে স্বচ্ছলভাবে কাটছে? হুযুর বলেন, যাদের নিকাহ হয়, তাদের কাউন্সিলিং হওয়া উচিত। স্ত্রীদের অধিকার সমূহ সম্পর্কে স্বামীদের অবগত থাকা উচিত। বসবাসের যোগ্যতা অর্জন করাই যেন বিবাহের উদ্দেশ্য না হয়। বিবাহের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, সে বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ থাকা উচিত আর তাকওয়াকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন। এখন মসজিদ তৈরী করে ফেলেছেন, এটিকে নামাযী দ্বারা পূর্ণ করুন আর অন্যান্য জায়গায় যেখানে যেখানে জামাতের সেন্টার আছে, সেখানেও আবশ্যিকভাবে নিয়মিত নামাযের ব্যবস্থা করুন।

হুযুর আনোয়ার মুহতামিম তালিম-এর কাছে জানতে চান যে খুদ্দামদের পাঠ্যক্রমে কোন্ পুস্তক রাখা হয়েছে? মুহতামিম জানান যে, 'নিযাম নও' পুস্তকের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকও রাখুন। মুহতামিম সাহেব বলেন, 'হাকীকাতুল ওহী'-র একশ পৃষ্ঠা পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে, অক্টোবর মাসে যার পরীক্ষা নেওয়া হবে। মুহতামিম তবলীগকে হুযুর আনোয়ার বলেন,তবলীগের জন্য আপনারা নিজেদের লক্ষ্যমাত্রা নিজেরাই নির্ধারণ করেছেন? খুদ্দামুল আহমদীয়া গঠনের উদ্দেশ্য ছিল আপনারা যেন নিজেদের পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়িত করেন, নিজেদের মত করে কাজ করেন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সেমিনারের আয়োজন করেন। আপনারা শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 3 June, 2021 Issue No.22

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আপনাদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার আছেন। আপনারা সামাজিক যোগাযোগ উন্নত করুন, মিটিং করুন, মানুষকে আহ্বান করুন। এখন মসজিদের উদ্বোধনের পর মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন আপনাদের কাছে মুবাল্লিগও আছেন। তাঁদেরকে ডেকে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কার্যসমিতির প্রত্যেক সদস্য যেন অন্তত একজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। একজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের অর্থ একটি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরী হওয়া। বিগত তিন বছরে খুদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বারা কোন বয়আত হয় নি। তাই আপনারা নিজেদের যোগাযোগ বজায় রাখুন, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন, সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে কাজ করুন।

মুহতামিম তবলীগ বলেন, তবলীগের জন্য স্টল লাগানো হয়। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি কেবল একটি মাধ্যম, যা পুরোনো পদ্ধতি। কতদিন এই একটি পদ্ধতির উপরই নির্ভর করবেন? তবলীগের জন্য আপনাদেরকে নতুন নুতন পথ ও উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

লিফলেটস বিতরণের ব্যাপারে হুযুর আনোয়ারের নিকট রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়, যাতে বলা হয় যে বিগত তিন মাসে ৩৭ হাজার লিফলেটস বিতরণ করা হয়েছে আর গত বছর এই সংখ্যা ছিল মোট ৯০ হাজার ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আয়ারল্যাণ্ড ছোট্ট একটি দেশ, গোটা দেশটাই তো আপনারা কভার করতে পারেন।

তিনি বলেন, গত বছর জামেয়া আহমদীয়া-যুক্তরাজ্য থেকে বের হওয়া ছাত্রদেরকে স্পেন পাঠানো হয়েছিল। তারা দুই-তিন সপ্তাহে তিন লক্ষ পাম্ফলেটস বিতরণ করেছিল। চলতি মাসেই জামেয়ার আট-নয় জন ছাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্পেন গিয়েছিল, সেখানে তারা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পামফলেটস বিতরণ করেছে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে এখানে আয়ারল্যাণ্ডেও জামেয়ার ছাত্রদের পাঠানো হোক।

তিনি খুদ্দামুল আহমদীয়াকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, আপনারা যেখানেই সুযোগ পান ফ্লাইয়ারস বিতরণ করুন-স্টেশনে এবং বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্থানীয় প্রশাসন এবং কাউন্সিল প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ করুন। যেমন পার্কের মধ্যেই কয়েকটি গাছ লাগিয়ে দিতে পারেন। এতে আপনাদের পরিচিতি তৈরী হবে আর তবলীগের পথ খুলে যাবে।

রক্তদান শিবিরের আয়োজন করুন; এখানে ম্যালেরিয়া কারণে এশিয়ান বংশোদ্ভুত মানুষদের রক্ত গ্রহণ না করা হলে স্থানীয়রা এসে রক্ত দান করবে, প্রতিবেশীরা এসে যোগদান করবে। এভাবে আপনাদের মাধ্যমে কর্মসূচি গৃহিত হবে আর পরিচিতি ও যোগাযোগের পথ তৈরী হবে।

মুহতামিম মাল-কে হুযুর আনোয়ার বাজেট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। মুহতামিম মাল বলেন, খুদ্দামদের বাজেট দশ হাজার পাঁচশ ইউরো।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর মধ্যে কতজন উপার্জনশীল, কতজন ছাত্র এবং কতজন কর্মহীন আর কতজন ছাত্র নয় অথচ তাদের কাছে কোন কাজ নেই- তা আপনাদের রেকর্ডে থাকা উচিত।

মুহতামিম খিদমতে খালক-কে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে 'চ্যারিটি ওয়াক' কর্মসূচি তৈরী করুন, এতে খুদ্দামরা নিজেদের ইউনিফর্ম পরে যাবে। টুপির উপরে লেখাগুলি দেখে যেন বোঝা যায় যে সেটি আপনাদের সংগঠনের। দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে আপনাদের নিজেদেরকেই নতুন নতুন পথ সন্ধান করতে হবে।

বিভিন্ন দেশের সফর কালে আমি খুদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসের কার্যসমিতির বৈঠকে সবিস্তারে নির্দেশ দিয়েছি যা আল ফযল-এ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সকল নির্দেশনার আলোকে সমস্ত বিভাগের নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।

দৃঢ়সংল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করুন, নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন এবং নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন। যে কাজই করুন, দোয়ার মাধ্যমে শুরু করুন আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করুন।

প্রদর্শনীর বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন আর যার দ্বারা জামাতের পরিচিতি ঘটে, তবলীগের রাস্তা প্রশস্ত হয়- এমন প্রত্যেকটি কাজ করা উচিত। বা চ্যারিটি ওয়াক' করা বা স্টল লাগানো অথবা অন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হয় যেন তবলীগের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া।

তবলীগের জন্য সব ধরণের লিটেরেচার দিন। প্রথমে দেখে নিন যে যাকে দিচ্ছেন তার আগ্রহ কিসে? যদি ইসলামের প্রতি আগ্রহ থাকে তবে 'ইসলামী নীতি দর্শন' দিন। যদি অর্থনীতিতে আগ্রহ থাকে তবে তাকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বই দিন। শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আগ্রহ থাকলে `World crisis and the pathway to peace' দিন। প্রত্যেকের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে বই দিন।

এ যাবৎ এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়েছে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এমন যেন না হয় যে, যে সব সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরী হয়েছে সেগুলি ত্যাগ করে বসে আছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সার্বজনীন লাইব্রেরীতেও বই রাখুন। 'ইসলামী নীতি দর্শন', Life of Mohammad, Islam responce to contemprary issues, Life of Mohmmad, Islam ইত্যাদি বইও লাইব্রেরীতে রাখতে দিন।

লাইফ অফ মুহাম্মদ' মজলিস আনসারুল্লাহ্ ইউকে এক-দেড় লক্ষ পরিমাণ নিজেরাই ছাপিয়ে বিতরণ

এরপর ২ এর পাতায়...

(খুতবার শেষাংশ.....)

দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি নিব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্টে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে মেরিল্যান্ডে স্থানান্তরিত হন। মেরিল্যান্ডে তিনি ধারাবাহিকভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্র নায়েব সদর হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ ওয়াশিংটন-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। অত্যন্ত স্নেহশীলা, অন্যের দুঃখকষ্টে সহমর্মী মহিলা ছিলেন। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজ স্বামী, চার ভাই ও দুই বোন রেখে যান, তার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তার এক ভাই আমেরিকার নায়েব আমীর হিসেবে এবং অন্য এক ভাই আমেরিকার দারুল কাযাতে দায়িত্ব পালন করছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কানাডা নিবাসী মুহাম্মদ শরীফ সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সাফিয়া বেগম সাহেবার। ১১ মার্চ তিনি ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি পেশওয়ারের সাবেক মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মোহতরম মৌলভী চেরাগ দ্বীন সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। ওয়াহ্কেন্টে দীর্ঘদিন লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার স্বামী ১৯৯৩ সালে একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সন্তানদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন। নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং তাহাজ্জুদ গুজার, ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। খুবই মিশুক, পুণ্যবতী ও সহানুভূতিশীলা ছিলেন। তিনি এক তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে চার মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তার সব সন্তানই কোন না কোনভাবে জামা'তের সেবায় নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা এসব মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন এবং তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

****

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir